https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

# ড্রাগ থেরাপি

বিবরণ 2016

## ভূমিকা

এই অনুচ্ছেদেটি পেডিয়াট্রিক রিউমাটিক রোগ সমূহ চিকিৎসা করার জন্য যে সকল ঔষধ ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে তথ্য দেবে। প্রতিটি অনুচ্ছেদে চারটি প্রধান অংশ রয়েছে।

**[illegible]**

এই অনুচ্ছেদে ঔষধ এর সাধারনত তথ্য হইার কার্যপ্রনালী এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা দেবে।

**[illegible]**

এই অনুচ্ছেদে ঔষধ এর মাত্রা সাধারনত কত মিঃগ্রাম/ কেজি/প্রতিদিনি অথবা কত মিঃ গ্রাম/ বডি সারফেসে এরিয়া, এর সাথে প্রয়োগের ধরন সম্পর্কে জানা যাবে যেমন: পিল, ইনজেকশেন, ইনশন)

**[illegible]**

এই অনুচ্ছেদে যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশী হয় সে সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে।

**[illegible]**

শেষে অনুচ্ছেদে পাওয়া যাবে প্রধান শিশু রিউমাটিক রোগসমূহের তালিকা, যাতে এই ঔষধসমূহ ব্যবহৃত হবে। ইনডিকেশেন মানে হচ্ছে ঔষধসমূহ নির্দিষ্টিভাবে বাচ্চাদের উপর গবেষনা হয়েছে এবং নিয়িন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ ইউরোপিয়ান মেডিসিনি এজেন্সী অথবা ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশেন অব ইউনাইটেড স্টেটস এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ এই ঔষধ বাচ্চাদের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়িছে। কিছু ক্ষেত্রে, আপনার চিকিৎসক ঔষধ ব্যবহারের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যদি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ পাওয়া না যায়।

**[illegible]**

১৫ বছর আগ পর্যন্ত সমস্ত ঔষধ যা শিশু বাত রোগ এবং অন্যান্য শিশু রোগ চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হত তা শিশুদের উপর সঠিকভাবে গবেষনা করা হয়নি। এতে এটা বুঝা যায় যে, চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করতিনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা বড়দের উপর গবেষনার পরিপ্রিক্ষেতিে।

প্রকৃতপক্ষে অতীতে শিশু রিউমাটোলজিতে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দেয়া কঠিন ছিল। অর্থের অভাবে এবং ক্ষুদে শিশুদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী গুলোর অনাগ্রহের কারনে। কয়েকবেছর আগে অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। ইহা সম্ভব হয়েছে ইউ.এস.এ.তে শিশু আইন সবচেয়ে ভাল ফার্মাসিউটিক্যাল নিরূপন করার জন্য এবং শিশু ঔষধ উন্নত করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশেষ আইন করার জন্য।

প্রকৃতপক্ষে অতীতে শিশু রিউমাটোলজিতে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দেয়া কঠিন ছিল। অর্থের অভাবে এবং ক্ষুদে শিশুদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী গুলোর অনাগ্রহের কারনে। কয়েকবেছর আগে অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। ইহা সম্ভব হয়েছে ইউ.এস.এ.তে শিশু আইন সবচেয়ে ভাল ফার্মাসিউটিক্যাল নিরূপন করার জন্য এবং শিশু

ঔষধ উন্নত করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশেষ আইন করার জন্য।

উপরোক্ত সম্ভাবনার জন শিশু বাত রোগ এর জন্য অনেকগুলো ঔষধ অনুমোদন হয়েছে। এতে করে ঔষধ নিয়ন্ত্রন কর্তৃক পক্ষ যেমন-এফ ডি এ, ইউরোপিয়ান ইমারজেন্সি মেডিসিন এজেন্সী এবং অনেকগুলো জাতীয় কর্তৃপক্স গবেষনা হতে প্রাপ্ত তথ্য উপায়ও পর্যবেক্ষেন করেছে এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী গুলোকে ঔষধের মাত্রা নির্ধারন করে ঔষধ তৈরির অনুমতি দিয়েছে যা শিশুদের জন্য নিরাপদ এবং কার্যক্ষম।

শিশু বাত রোগ রোগীদের জন্য ঔষধগুলি হচ্ছে মেথোট্রাক্সেট, ইটানারসেপ্ট, আডালিমুমাব, আবাটাসেপ্ট, টসিলিজুমাব এবং কানাকিনমাব।

আর কিছু ঔষধ ভবিষ্যতে শিশুদের উপর ব্যবহারের জন্য গবেষনা হবে যার জন্য চিকিৎসার আপনার বাচ্চার উপর গবেষনার জন্য অনুমতি ইতে পারে।

আরও কিছু ঔষধ আছে যা শিশু বাত রোগ তে স্পষ্ট ভাবে ব্যবহারের অনুমতি নেই যা হচ্ছে এন.এস.এ.আই.ডি. এজাথায়োপ্রিন, সাইক্লোস্পেরিন, এনাকিনরা, ইনফলিক্রিমেব এ সকল ঔষধ ব্যবহারের জন্য অনুমতি কোন কারন নেই এবং আপনার ডাক্তার তা ব্যবহার করতে পারে যদি অন্যান্য কোন চিকিৎসা হাতের কাছে না পাওয়া যায়।

## ???????

চিকিৎসার প্রতি আনুগত্য থাকাটা সুস্থ্য থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অল্প বা বেশী দিন উভয় ক্ষেত্রেই। চিকিৎসার প্রতি আনুগত্য মানে হচ্ছে, ডাক্তার যেসকল চিকিৎসা দিবেন তা নিয়মিত মেনে চলা, যার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে নিয়মিত ঔষধ খাওয়া, নিয়মিত ফলো আপ এ আসা, নিয়মিত ব্যায়াম করা, নিয়মিত ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করা ইত্যাদি। এসকল উপাদান একসাথে কাজ করে,সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করে যা রোগের সাথে যুদ্ধ করবে, আপনার বাচ্চাকে শক্তিশালী করবে এবং তাদেরকে সুস্থ রাখবে। ঔষধ কতবার খাবে এবং কিরূপ মাত্রায় খাবে তা নির্ধারন করবে শরীর কত মাত্রার ঔষধ এর উপস্থিতি প্রয়োজন। ঔষধ নিয়মিত না খেলে শরীরের ঔষধ এর মাত্রা কমে যাবে এবং রোগ আবার ফিরে আসবে। ইহা প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত ইনজেকশন এবং মুখে ঔষধ খেতে হবে। সফলতায় প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ঔষধ নিয়মিত না খাওয়া। চিকিৎসক প্রদত্ত সকল ঔষধ নিয়মিত খেলে ও ফলো করলে রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। বিভিন্ন চিকিৎসার জন্য অনেক সময় বাবা মায়ের উপর কর আরোপিত হয়। এটা বাবা মায়ের উপর নির্ভর করবে তাদের শিশু সর্বোচ্চ চিকিৎসা পাবে কিনা সুস্থ থাকার জন্য। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের চিকিৎসার প্রতি আনুগত্য কমে যায়, বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিতে হয়েছে এমন শিশুদের। এরূপ শিশুরা রোগী হিসেবে পরিচয় দিতে চায় না এবং তাদের চিকিৎসা এড়িয়ে চলে, এজন্য তাদের রোগও বেশী করে ফিরে আসে। নিয়মিত ঔষধ খেলে সর্বোচ্চ সুযোগ থাবাবে রোগ নিরাময়ের জন্য এবং জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য।